বইপড়া-কাগজপড়ার একান্ত ভুবন

বইপড়া-কাগজপড়ার একান্ত ভুবন

আহমদ রফিক

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১৯৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
রফিক জীবন
মোবাইল : ০১৯১২-১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : চারু পিন্টু

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

Boipora-Kagojporar Ekanto Bhubon by **Ahmad Rafique**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2021

Price : 150.00
US $ 05

ISBN 978 984 95575 4 8

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

অনন্য কর— আইনজীবী
অ্যাডভোকেট এম. এ. বারী
ও
শিক্ষিকা মুশিয়ারা বারীকে
অশেষ আন্তরিক শুভেচ্ছা

ভূমিকা

বইপড়া-কাগজপড়ার মতো মজাদার ব্যাপার কমই আছে, অথচ আপাতবিচারে অনেকের কাছে কতই-না গতানুগতিক। কারো হিসাবে ফালতু সময় নষ্ট। তার চেয়ে দুপয়সা কামানোর চেষ্টায় সময় ব্যয় করা অনেক বেহ্তের। তাতে আখেরে লাভ। ইহজাগতিকরা এমনই ভেবে থাকেন। তবে সবার হিসাবনিকাশ তো আর একরকম নয়। স্বার্থপরদের হিসাবটা বরাবরই আলাদা, আত্মকেন্দ্রিক।

বইপড়ার প্রশ্নে কমবেশি সবারই বোধহয় সৈয়দ মুজতবা আলীর সরস, তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয় উক্তিগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। বাস্তবিকই নির্বাচিত, যথার্থ পাঠযোগ্য বই শুধু উপভোগ্যই নয়, বই পড়া মন ও মননের বহুমুখী দরজা-জানালা খুলে দেয়, যে পথ দিয়ে নানারকম খোলা হাওয়ার যাতায়াত নতুন ও অভিনবের আনাগোনা সম্ভব হয়। যে যার পছন্দমতো মননশীলতার চর্চায় নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন। সেইসঙ্গে উপভোগ্যতার প্রশ্নটি কারো মতে অপরিহার্য, কারো মতে বাড়তি পাওয়া।

এমন না যে কথাগুলো এই প্রথম বলা হলো, শতাব্দী ধরে মনীষীদের এ ধরনের বক্তব্য শোনা গেছে, তাঁদের লেখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কেউ তাতে গুরুত্ব দিয়েছে, কেউ দেইনি, কেউ হালকা টানে হিসাব মিটিয়ে নিয়েছি। বই, তা স্বদেশি হোক বা বিদেশি হোক মূল্যমানে গভীর হলেই তার নান্দনিক মর্যাদা। বড়ো কথা হলো বই বিশ্বনান্দনিক যোগাযোগের একটি বড়ো মাধ্যম, তার অন্তর্নিহিত তাত্ত্বিক গুণের কথা বাদ দিয়েই; এ কথা নিশ্চিত বলা যায়।

মানববিশ্বের ইতিহাসের, সভ্যতার ভালোমন্দের বিচিত্র দিক একমাত্র বই-ই পাঠকের কৌতূহল ও জ্ঞানস্পৃহার সামনে খুলে ধরতে পারে, পারে অজানাকে জানাতে, বিতর্ক উসকে দিয়ে যুক্তিবাদী চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। ইতিহাসের পাতাগুলো উলটে যেতে থাকে আর

আমরা সভ্যতার নতুন নতুন আখ্যানের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকি। সে কাহিনি বা উপাখ্যান কখনো ভালো, কখনো মন্দ, ক্বচিৎ সুশ্রী, বরাবর রক্তস্নাত।

একে কি প্রকৃত অর্থে সভ্যতা বলা যায়? অথচ আমরা অতীব গর্বভরে সভ্যতার সে কাহিনি নানা মাধ্যমে তুলে ধরি। ইতিহাস একটুও দ্বিধা করে না যুক্তির এই সুবিচারটুকু করতে। যে মানবসভ্যতার অধ্যায় থেকে অধ্যায়ে কত রক্তাক্ত বর্বরতার কাহিনি লুকিয়ে আছে। এবং কত নৃশংস অমানবিকতার চেহারা সভ্যতার তকমাধারী মানুষেরই হাতে। মানবজাতিকে তারা ভাগ করে দিয়েছে সভ্য ও অসভ্য এই দুই ভাগে।

তাতেও সভ্যতাগর্বের সন্তোষ মেলেনি। এই দীর্ঘসময়ের ধারাবাহিকতায় অনেক উপকথার উদ্ভব ঘটেছে দেশ থেকে দেশে, জনগোষ্ঠী থেকে জনগোষ্ঠীতে। সেসব ঘটনা সভ্যতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় না। দেয় চরম অমানবিকতার, রূঢ় ভাষার ব্যবহারে বলতে হয়, অসভ্যতার— নাম তার যদিও সভ্যতা। একদিকে যেমন কৃষ্ণাঙ্গ দাসব্যবসার বর্বরতা, অন্যদিকে এক পর্যায়ে বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধ বা ইতিহাসখ্যাত 'দাস বিদ্রোহ' কথিত সুসভ্য-বর্বর রোমান রাজত্বের নৃশংসতার বিরুদ্ধেও এবং নিশ্চিত পরাজয়ে ক্রুশবিদ্ধ মৃত্যু দাসনেতাদের। বই আমাদের এগুলো জানায়। যেমন— হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর 'স্পার্টাকাস'।

মাঝে মাঝে মানুষের মনে মানবিকতার উজ্জ্বল বিদ্যুৎরেখার উদ্ভাস ঘটে, তখন তারা প্রতিবাদে-প্রতিরোধে মানবিকতার পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়, লড়াই চালায় মানুষের পক্ষে; সেগুলো আরেক ইতিহাস, অন্য চরিত্রের ইতিহাস। বই অর্থাৎ লেখক তাদের পক্ষে গড়ায় সভ্যতার শুচিমুখ রক্ষা করতে। তার নানা কর্ম— কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, কখনো চিত্রলেখার শিল্প।

আমরা তাই বই পড়ি। বই পড়া কারো কারো জীবনে অপরিহার্য রূপ নিয়ে দেখা দেয়। একাডেমিক বাইরে সেসব পাঠই প্রকৃত মনীষা ও মননশীলতার উৎস। নৃতত্ত্বকে একদিক থেকে বই পাঠের বা জ্ঞানচর্চার নান্দীমুখ বলা যায়। আবার অনেকের পছন্দ বা উপভোগ্য হালকা মাপের বই— বলা যায় উপভোগ্যতার প্রথম পাঠ।

দুই

আমি বই পড়ি উল্লিখিত একাধিক কারণে— জানা, কৌতূহল মেটানো, উপভোগ্যতা মেটানো। মনের গভীরে উত্থিত প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজে পাওয়ার চেষ্টায়। তাই আমি নির্বাচিত বইয়ের পাঠক, ইংরেজিতে বলা যায় 'সিলেকটেড রিডিং'-এর পক্ষপাতী, এবং তা বরাবরই।

তবে কাগজপড়ার ক্ষেত্রেও এ নীতিটা খাটে। সেখানে চাই ভালো মানের একটি সংবাদপত্র, যে অনুসন্ধানী ধারার সংবাদ সরবরাহে দক্ষ— সংবাদ বিশ্লেষণে অনুরূপ মেধাবী, বৈচিত্র্যে যাদের আগ্রহ সর্বাধিক। তাছাড়া যে সংবাদ পরিবেশনে সাহসী।

এসব বিবেচনার পথ ধরে আমি নিয়মিত পড়ার জন্য দৈনিক পত্রিকা নির্বাচন করি এবং বলা বাহুল্য পড়ে আনন্দ পাই। বলা বাহুল্য কাগজপড়ার আনন্দ আমার মনটাকে সজীব রাখে।

কথাটা ভালো শোনায় না, তবু বলি, আর যে কটা দিন বাঁচি আমার একটি প্রবল ইচ্ছা, প্রতিদিন প্রত্যুষে যেন একটি উত্তম সংবাদপত্র পাঠ করে যেতে পারি। পড়তে পারি অসাধারণ নতুন কিছু খবর, হোক সে খবর কোনো নিভৃত গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলা কোনো নদীর, কিংবা কলম্বিয়ার আফিম ফুলের খেতের পাশে কোনো বিপ্লবীর জীবননাট্যের কোনো কোনো ঘটনা।

অতি সাধারণ ঘটনাও মাঝেমধ্যে পরিবেশনের গুণে মাঝে মাঝে অসাধারণ হয়ে ওঠে। সাধারণ বা আটপৌরে সেইসব অসাধারণকে আমি প্রাণ ভরে পড়ে নিতে চাই। একমাত্র মাধ্যম উচ্চমান, অনুসন্ধানী একটি কাগজ, শুদ্ধ ভাষায় যাকে আমরা বলি, সংবাদপত্র।

বইটি প্রকাশের জন্য অনিন্দ্য প্রকাশকে অশেষ ধন্যবাদ।

আহমদ রফিক

সূচিপত্র

যে বই কৈশোরে আমাকে আলোড়িত করেছিল ১৩
বইপড়া : ব্যক্তিভাবনায় ২০
অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও বইপড়ার সমস্যা ২৬
সংবাদপত্রের পথচলা নিয়ে কিছু কথা ৩০
ঢাকাই সংবাদপত্র, তার আপন বৈশিষ্ট্য ৩৮
সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার বিচিত্র ভুবন ৪২
গদ্যভাষা নিয়ে কিছু কথা ৪৮
আমার প্রথম প্রকাশিত বই ৫৩
সাহিত্যপত্রের চলমানতায় 'শব্দঘর'-এর যাত্রা ৫৯
কাগজপড়া ও আমাদের গদ্যভাষা নিয়ে বিতর্ক ৬৯
আমার কাগজপড়া ৭৪

যে বই কৈশোরে আমাকে আলোড়িত করেছিল

স্কুলজীবন থেকেই বইপড়া আমার এক নেশা। সে নেশার টান স্কুল লাইব্রেরি সামাল দিতে পারেনি, পারিবারিক উৎস তো দূরের কথা। তাই শহর পেরিয়ে মাইলদেড়েক দূরে সমৃদ্ধ এক গঞ্জের বই পাঠের লাইব্রেরির সদস্য হয়েছি প্রতি সপ্তাহে উপভোগ্য পাঠের উপাদান সংগ্রহ করতে। একটি থেকে আরেকটি পাঠাগারে। সঙ্গী স্কুলের সহপাঠী বন্ধু। এটাও ছিল অনেকটা অ্যাডভেনচারের মতোই। রোদ-ছায়া গায়ে মেখে দেড় মাইল পথ পরিক্রমা।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে শৈশবে তার‌ুণ্যে কবিতা পাঠের কথা বাদ দিলে সেকালে শিশু-কিশোরদেরও উপভোগ্য পাঠের বিষয় ছিল গোয়েন্দা, অ্যাডভেনচার বা ভৌতিক কাহিনিনির্ভর বই, কৃচিৎ বিজ্ঞান-ফ্যান্টাসি গল্প, যেমন গ্রহান্তর যাত্রা। বিজ্ঞানের কল্পকাহিনির জমজমাট খোরাক তখনো যথেষ্ট মাত্রায় তৈরি হয়নি, এখন যেমনটি দেখা যায়। একালে তো বিজ্ঞানের কল্পকাহিনির নানামাত্রিক বইয়ের এক অবিনাশী ভুবন তৈরি হয়েছে। বলতে হয় স্বাদুভোজের সরবরাহ। বর্তমান সময়ের ইন্টারনেট একে সরিয়ে দিতে পারবে বলে মনে হয় না। বরং হতে পারে সহায়ক মাধ্যম।

একালের তর‌ুণ পাঠকের জ্ঞাতার্থে গুটিকয় নাম উলে-খ করা যেতে পারে। কিশোর-তর‌ুণদের জনপ্রিয় লেখক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের একরাশ গোয়েন্দা ও অ্যাডভেনচার গল্প, ভৌতিক কাহিনির পাঠ কত-যে সময় নিয়েছে বা নষ্ট করেছে বলা কঠিন। যেমন তার লেখা ‘যখের ধন’, ‘আবার যখের ধন’-এ কী অবিশ্বাস্য বাস্তবতায় আফ্রিকার হিংস্র প্রাণিজগতের বর্ণনা। বর্ণনা প্রকৃতিরও। আর শরীর ছমছম করা কাহিনি ‘মানুষ পিশাচ’ এখনো স্মৃতিতে চমক সৃষ্টি করে। এমন একাধিক বই—রহস্যলহরি উপন্যাসমালা বা রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজের, যেগুলোর রহস্য

সমাধানে কচিকাঁচাদের অনুসন্ধানী চিন্তার জগৎ প্রসারিত করে।

কিছুটা বয়স বাড়ার পর এই ধারায় আর্থার কোনান ডয়েলের শার্লক হোম্‌স কাহিনি যেমন আকর্ষণীয় মনে হয়েছে সমস্যার সমাধানে, তেমনি চমকপ্রদ লেগেছে আগাথা ক্রিস্টির গোয়েন্দা-কাহিনিগুলো যেগুলো চরিত্রবিচারে অনেকাংশে ক্রাইম-থ্রিলার। পুরো শার্লক হোম্‌স এবং ক্রিস্টির বেশ কিছু বই এখনো আমার বইয়ের তাকে রয়েছে, সময়কে জয় করেছে। যেমন রয়েছে শিবরাম চক্রবর্তীর উপভোগ্য সরস গল্প। এমনকি বেশ কিছু ক্রাইম থ্রিলার সিরিজের বিদেশি বই।

দুই

ছাত্রজীবনের মধ্য এবং শেষ পর্বে অবশ্য প্রগতিশীল বিশ্বসাহিত্য আমার একাডেমিক পাঠের অনেক সময় ছিনিয়ে নিয়েছে। পেঙ্গুয়িন বা পেলিকান প্রকাশনার পেপারব্যাক সিরিজের সুলভমূল্যের কারণে বিশ্বসাহিত্যের পাঠ ছাত্রজীবনে সহজ হয়েছে। পরে অবশ্য সমস্যা হয়নি বই কেনা বইপড়া নিয়ে। সেসব ভিন্ন কথা।

কিন্তু এখনো ভাবতে অবাক লাগে যে এইসব পাঠের জাদুকরী সম্মোহনী শক্তি সত্ত্বেও এরা আমার মানসজগতে স্থায়ী ছাপ ফেলেনি বা চিন্তাজগতে পরিবর্তন ঘটায়নি। যে পরিবর্তনকে বলা যায় গুণগত ও বাঁকফেরা বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। বইপড়ার দীর্ঘসময়ের ধারাবাহিকতায় বেশ কিছু বই মনের গভীরে, চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে গভীর ছাপ ফেলেছে, চিন্তাকে প্রসারিত হতে সাহায্য করেছে। এমনকি রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আদর্শের ক্ষেত্রেও যুক্তিবাদী মননশীলতার দিকনির্দেশ করেছে। এবং তা জীবনের এক এক পর্বে, এক এক ধরনের দিকনিশানায়।

বইপড়ার দীর্ঘজীবনে বই নানাভাবে আমার মনের সঙ্গী হয়েছে, চিন্তায় প্রভাব ফেলেছে, কখনো রাজনৈতিক চেতনার সহায়ক হয়েছে, কখনো বিশ্বভুবনের সঙ্গে পরিচিত করে তুলেছে। তবু বলব কৈশোরে যে বইটি আমার মনোভুবনে গভীর দাগ কেটেছে, আমার ভাবনাকে দৃঢ় ভিত্তির যুক্তিসিদ্ধ পথরেখায় চিহ্নিত করেছে সেটি ছিল মধ্যযুগের

ইরানি কবি ওমর খৈয়ামের চতুষ্পদী কবিতা সংকলনের বেশ কিছু রুবাই।

আমি তখন মহকুমা স্কুলের ছাত্র, সম্ভবত নবম শ্রেণিতে পড়ি। পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি বা তার চেয়েও বেশি অভিভাবকদের বিচারে 'অপাঠ্য বই' পড়ি। স্কুল লাইব্রেরিতে হঠাৎ একটি বইয়ের ওপর নজর পড়ে যেতে খুবই কৌতূহল হলো : 'দেখিই না পড়ে।' বইটি হলো 'সিলেকটেড পোয়েম্‌স অব শেলি অ্যান্ড ওমর খৈয়াম'। শেলির কবিতা সেই প্রথম পড়া। বুঝি, না বুঝি পড়া। কিন্তু আমাকে আলোড়িত করে ওমর খৈয়ামের রুবাই অর্থাৎ চতুষ্পদী কবিতা। জীবন, মৃত্যু, পরলোক, স্রষ্টা নিয়ে হালকা তবে এ গভীর কথাবার্তা, বিশেষ করে এমন কিছু প্রশ্ন যার উত্তর মেলে না। এগুলো মানবমনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা।

কবি, দার্শনিক মনের চিরদিনকার কৌতূহলী প্রশ্ন : কোথা থেকে এলাম, কেন এলাম, শেষযাত্রায় কোথায় যাব, কেমন সে স্থান, কারই বা সৃষ্টি এই মহাবিশ্ব, কী তার উদ্দেশ্য এইসব নিয়ে কবি-বিজ্ঞানী-দার্শনিক ওমর খৈয়ামের মনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, আর সেসবের প্রকাশ অসাধারণ কাব্য চতুষ্পদীতে। অর্বাচীন স্কুল ছাত্রের মনে ইতোমধ্যে অনুরূপ জিজ্ঞাসা তৈরি হয়েছিল— সেগুলোরই গভীর তাত্ত্বিক রূপ ওমরের রুবাইতে, আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করে।

ইংরেজ কবি ফিট জেরাল্ডের অনুবাদ মূল ফারসি থেকে, এখানে তার কয়েকটি সংকলিত। ইংরেজি মূল বইটি অবশ্য হাতে আসে অনেক পরে ঢাকায়, ছাত্রজীবনে, নিউমার্কেট থেকে কেনা। কিন্তু তার আগেই ওই স্কুলজীবনে বইয়ের আখড়া ওই গঞ্জ থেকেই পেয়ে যাই কান্তিচন্দ্র ঘোষের অনূদিত বাংলা রুবাই সংকলন, ছোট্ট পকেট বই আকারে, রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা। এতে ছিল ওমরের ৭৫টি রুবাইয়ের অনুবাদ।

অভিভূত কিশোরের তখন ওই সংকলনের সবকটি রুবাই মুখস্থ ছিল। কিছু সময় পর হাতে আসে এ বইটির বড়ো সংস্করণ, চিত্রশোভিত, এর ভূমিকা লেখা প্রমথ চৌধুরীর। অনুবাদগুলো ছিল আঁটোসাঁটো চতুষ্পদীতে, বলতে হয় আকর্ষণীয় অনুবাদ। এগুলোর দার্শনিকতা আমার মনের জমিতে ভালো চাষাবাদ করেছিল যেজন্য

এখন জীবনসায়াহ্নে পৌঁছেও ওই দার্শনিক আকুলতার উত্তাপ অনুভব করি। ভেবে প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে চাই। না-পেয়ে মননের অস্থিরতা বাড়ে।

এরপর ওমরের যে কটি অনুবাদ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর সবকটিই সংগ্রহ করি। যেমন— নরেন্দ্র দেবের মুক্ত অনুবাদ, কাজী নজরুলের, এমনকি শেষ পর্যায়ে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত সিকান্দার আবু জাফরের রুবাইয়াত অনুবাদ। এতেই বুঝতে পারা যায় 'রুবাইয়াত' বিষয়ক আমার শৈল্পিক আবেগ। আমার বিবেচনায় কান্তিচন্দ্রের অনুবাদই শব্দবিন্যাস, শব্দ প্রয়োগ, প্রাকরণিক সংহতি ও সুষমার জন্য সর্বাধিক উপভোগ্য অনুবাদ বলে মনে হয়েছে।

জানি না কেন এত অল্প বয়সে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিষণ্ন প্রশ্ন মনে এসেছিল। সেসবের বিশদ দার্শনিক তত্ত্বই ওমর খৈয়ামের চতুষ্পদী কবিতাগুলোতে প্রকাশ পেয়েছিল মজাদার ভাষ্যে। অবশ্য ওমরের রচনার 'সুখবাদী' তত্ত্ব নিয়ে ইরানি বুদ্ধিজীবী কারো কারো চিন্তায় ভিন্নমত রয়েছে। এ সম্বন্ধে ফারসি ভাষায় লেখা মোটাসোটা একটি বই বহুবছর আগে একজন ইরানি কূটনীতিক আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু নানা ব্যস্ততায় ও সূত্রের অভাবে পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি।

তাই ভিন্ন মতবাদীদের বক্তব্য পাঠ ও জানা সম্ভব হয়নি। তবে ওই উদারনৈতিক ইরানি ভদ্রলোক মৌখিক বক্তব্য আমাকে জানিয়েছিলেন, ফিট জেরাল্ড রুবাইয়ের সঠিক অনুবাদ করেননি। স্বেচ্ছাচারী অনুবাদে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারায় ওমর খৈয়ামকে সুরা-সাকি ও পানের মাধ্যমে 'সুখবাদী' দার্শনিকে পরিণত করেছেন। ওমর পুরোপুরি আস্তিক ছিলেন না। উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাকে 'নাস্তিক' বা 'সংশয়বাদী' বানানো হয়েছে। এ বক্তব্যও বিতর্কের আওতায় পড়ে।

আমি বৃথা তর্কে যাইনি ফিট জেরাল্ডকে জায়েজ করতে। কারণ মূল রচনা বা ফারসি তো আমার জানা নেই। কিন্তু তাদের ইতিবাদী সূত্র মেনে নিলেও নির্ভরযোগ্য সূত্রে জন্ম, মৃত্যু, ভাগ্য ইত্যাদি নিয়ে দার্শনিকদের চিরায়ত প্রশ্নের বিষয়ে ওমরের রুবাইতে পুনরুক্তির কী ব্যাখ্যা দেবেন অস্তিবাদী তথা ইতিবাদীরা। এসব রহস্য নিয়ে প্রশ্ন

তো শুধু ওমরেরই নয়, একাধিক ইরানি দার্শনিকের এবং সকল পাশ্চাত্য দার্শনিক এবং সর্বশেষ পদার্থবিজ্ঞানী হকিং-এরও।

বাস্তবিক যবে থেকে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান দর্শনচর্চায় যুক্তিবাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সেই থেকে প্রশ্নগুলো সকল বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে— কোথা থেকে আসা, কোথায় ফিরে যাওয়া, সৃষ্টির অবশেষ পরিণাম কী, ইত্যাদি মৌলিক প্রশ্নের যুক্তিনিষ্ঠ জবাব পেতে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ তর্কেবিতর্কে অস্থির। আধুনিক জ্ঞানচর্চার আদিযুগ থেকে এর সূচনা।

সম্ভবত এসব সূত্রেই নেতিবাদী চার্বাক দর্শন নিয়ে প্রগতিবাদীদের আগ্রহ প্রবল, সমাধানের শেষ সূত্র। আাবিষ্কারের জন্য তাদের এত অস্থিরতা। কিছুদিন আগে প্রয়াত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে ইতি ও নেতিবাদী দুই বিপরীত ধারায় মন্তব্য করে সমস্যা আরো জটিল করেছেন। মন্তব্যগুলো সংবাদপত্রে প্রকাশিত এবং এর কর্তিকা রক্ষিত।